

দলীয় নেতাকে ভিসি নিয়োগের প্রতিবাদ

সর্বাঙ্গিক ধর্মঘটে রাঃ বিঃ অচল নয়া কর্মসূচী ঘোষণা

রাঃ বিঃ রিপোর্টার : '৭৩-এর এ্যাঙ্ক লংঘন ও নির্বাচিত ভিসিকে অপসারণ করে দলীয় নেতাকে ভিসি নিয়োগ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসির বিভিন্ন অপকর্ম, অনিয়ম ও দলীয়করণের প্রতিবাদে শিক্ষক ও ছাত্রদের আহত ধর্মঘটের পঞ্চম ও শেষ দিন গতকাল শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়। শিক্ষকরা চারদিনের হালকা কর্মসূচী এবং ছাত্রশিবির সরকার ও ভিসিকে আগামী ৫ দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে। এর মধ্যে দাবী মানা না হলে আগামী সপ্তাহব্যাপী (১৫ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত) ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

শিক্ষক ও ছাত্রশিবির আহত ধর্মঘটের ফলে গতকাল ক্যাম্পাস অচল হয়ে পড়ে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্থবির। কোথাও কোন কাজ কর্ম হয়নি। সকল ভবন ও অফিস বন্ধ ছিল। কোন ক্লাস কিংবা পরীক্ষা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ও গাড়িসমূহ বন্ধ ছিল। ক্যাম্পাসে কোন রিক্সা ও সাইকের চলেনি। দোকানপাট, ব্যাংক ও ডাকঘর খোলেনি। স্বতঃস্ফূর্তি এই ধর্মঘটে ক্যাম্পাসে কোন মানুষজনও চলাচল করেনি। ধর্মঘট শেষে শিক্ষকদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন, প্রফেসর কোরবান আলী ও ডঃ আবদুল হক। বক্তারা সরকারের অবৈধ আদেশ প্রত্যাহার ও প্রো-ভিসির নির্যাতন ও

নিবর্তনমূলক কার্যাবলী ও আচরণ বন্ধের দাবী জানান। তারা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে তাদের অন্যায় ও অবৈধ পদক্ষেপ হতে ফিরে আসার সুযোগ দিয়ে ৪ দিনের হালকা কর্মসূচী দিয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে চ্যাপেলরকে স্মারকলিপি প্রদান, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে মিতবিনিময় ও সমাবেশ।

গণতন্ত্র বাকশাল এক সাথে চলে না, ক্যাম্পাসে দলীয়করণ জীবন দিয়ে রাখবো ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত করে ছাত্র শিবিরের একটি মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসন ভবনের পশ্চিম চত্বরে সমাবেশে মিলিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন শিবিরের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ, নূরুল ইসলাম, বুলবুল ও মঈনুল ইসলাম। বক্তারা বলেন, আমরা সংবিধান, আইন ও এ্যাঙ্কের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। এর পরিপন্থি কোন কাজ সহ্য করা হবে না। নির্বাচিত ভিসিকে মেয়াদ উত্তীর্ণের আগেই অপসারণ এবং ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আদেশ যথাক্রমে '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাঙ্ক পরিপন্থি এবং দেশে প্রচলিত সংবিধান বিরোধী। তারা সরকার ও ভিসিকে তাদের চার দফা দাবী মেনে নেয়ার জন্য ১৪ মার্চ পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়েছে।